Kumudini CARES

Kumudini Bulletin

May-August 2017

কুমুদিনী বুলেটিন

মে - আগস্ট ২০১৭

দেশের তিন বরেণ্য ব্যক্তিকে দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা সম্মাননা সনদ ও স্বর্ণপদক-২০১৭ বিতরণ

Three Eminent Personalities Conferred R P Shaha Gold Medal and Commemorative Honour – 2017

Three eminent personalities of the country Shaheed Dhirendranath Datta (posthumous), Sir Fazle Hasan Abed and Professor Dr Mohammad Zafar Iqbal were awarded the 'R P Shaha Commemorative Honour and Gold Medal' this year. Mrs Aroma Datta received the award on behalf of her grandfather Shaheed Dhirendranath Datta. Mr Rajiv Prasad Shaha, Professor Dr Bishwajit Ghosh and Emeritus Professor Dr Sirajul Islam Chowdhury are seen with the hon'ble recipients.

গত ১৩ মে ঢাকায় বাংলা একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ মিলনায়তনে 'দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা স্মারক বক্তৃতা, স্মারক সম্মাননা ও স্বর্ণপদক-২০১৭' এর আয়োজন করা হয়। দেশের তিন বরেণ্য ব্যক্তিত্বকে এ অনুষ্ঠানে সম্মাননা সনদ ও স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়। তাঁরা হলেন বাংলা ভাষা আন্দোলনের পথিকৃৎ শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত (মরণোত্তর), ব্র্যাক এর চেয়ারপারসন স্যার ফজলে হাসান আবেদ এবং লেখক, পদার্থবিদ ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল।

কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের প্রাণপুরুষ দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা ও তাঁর পুত্র ভবানী প্রসাদ সাহা (রবি) এর অপহরণ দিবস স্মরণে প্রতি বছর দেশের একাধিক বরেণ্য ব্যক্তিকে এভাবে ট্রাস্টের পক্ষ থেকে সম্মাননা ও স্বর্ণপদকে ভূষিত করা হয়। এবার ছিল মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী শহীদ পিতা-পুত্রের ৪৬তম অপহরণ দিবস। সম্মাননা ও স্বর্ণপদক প্রদানের এই আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয় ২০১৫ সাল থেকে। এবারেরটি ছিল ট্রাস্টের তৃতীয় প্রয়াস।

"Philanthropist Ranada Prasad Shaha Commemorative Speech & Commemorative Honour – 2017" awarding ceremony was arranged at Abdul Karim Shahitya Bisharad Auditorium of Bangla Academy on 13 May 2017. Three eminent personalities of the country were conferred with Commemorative Honour and Gold Medal. The recipients were leader of Bengali language movement Shaheed Dhirendranath Datta (posthumous), Chairperson of BRAC Sir Fazle Hasan Abed and physicist Professor Dr Mohammad Zafar Iqbal.

This Commemorative Honour and Gold Medal is awarded every year in memory of the founder of Kumudini Welfare Trust philanthropist Ranada Prasad Shaha and his son Bhavani Prasad Shaha on their abduction day. This year marked the anniversary of 46th abduction day of father and son. This award ceremony is being held every year since 2015.

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় মোহিনী চৌধুরীর লেখা কৃষ্ণচন্দ্র দে সুরারোপিত 'মুক্তির মন্দির সোপান তলে কত প্রাণ হলো বলীদান' স্বদেশী আন্দোলনের এই ঐতিহাসিক দেশাত্মবোধক গানটি পরিবেশনার মাধ্যমে। পরিবেশন করেন কুমুদিনীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে গঠিত একটি সাংস্কৃতিক দল। এরপর আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের শহীদদের আত্মার শান্তি কামনায় এক মিনিট নীরবতা পালন করা

Hon'ble recipients, guests and leading members of the KWT management.

হয়। তারপর মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিবৃন্দকে ফুলের তোড়া উপহার দিয়ে ও উত্তরীয় পরিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ভারতেশ্বরী হোমসের অধ্যক্ষা প্রতিভা হালদার। এরপর শুরু হয় স্মারক বক্তৃতা 'আর পি সাহা এবং তাঁর শিক্ষা ও মানবসেবা দর্শন'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম লিখিত বক্তৃতাটি তাঁর অনুপস্থিতিতে পাঠ করে শুনান একই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ। স্মারক বক্তৃতা শেষে তিন বরেণ্য ব্যক্তিত্বের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে তাঁদের অবদান সম্পর্কে পাঠ করে শোনানো হয়। পাঠ করেন কুমুদিনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তিন ছাত্রী। এরপর বিপুল করতালির মধ্য দিয়ে তাঁদের স্বর্ণপদক পরিয়ে ও সম্মাননা সনদ প্রদান করে সম্মানিত করা হয়। স্বর্ণপদক প্রদান করেন অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এবং সম্মাননা সনদ প্রদান করেন কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাজীব প্রসাদ সাহা। শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের সম্মাননা সনদ ও পদকটি গ্রহণ করেন তাঁর নাতনী বিশিষ্ট সমাজকর্মী আরমা দত্ত।

অনুষ্ঠানের অন্যতম বিশেষ আকর্ষণ ছিল কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের পরিচালক প্রিন্সিপাল প্রতিভা মুৎসুদ্দি এবং অনুষ্ঠানের সভাপতি অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর বক্তৃতা। তাঁরা উভয়ে নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে দানবীর রণদা প্রসাদ সাহার জীবন ও মানব কল্যাণে তাঁর অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতার নামাঙ্কিত স্মারক সম্মাননা ও পদক গ্রহণ করায় দেশের এই তিন বরেণ্য ব্যক্তিকে 'কুমুদিনী বুলেটিন' এর পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। ●

Ms Prativa Mutsuddy, Director, KWT delivering her speech in the ceremony.

The programme began with a popular patriotic song presented by a team of students representing various educational institutions of Kumudini Welfare Trust. This was followed by offering a minute's silence in honour of Shaheeds who had sacrificed their lives during our liberation war. The guests seated in the dais were presented with flower bouquet.

The programme was presided over by Emeritus Professor Dr Sirajul Islam Chowdhury of Dhaka University while the welcome address was delivered by Principal of Bharateswari Homes Mrs Protiva Halder. This was followed by the commemorative speech "R P Shaha – his education and philosophy of social welfare". In absence of Prof Dr Manjurul Islam of English Department of Dhaka University his written speech was read out by Dr Biswajit Ghosh of Bangla Department of the same university. Following the commemorative speech a short biography of the three eminent personalities along with their contribution in respective field was read out by three students from educational institutions of Kumudini. The guests were then handed over the commemorative certificates and the gold medals. The gold medals were handed over by Prof Dr

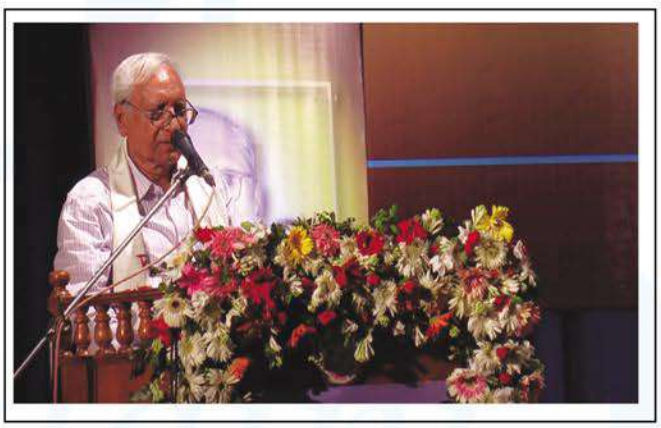

Emeritus Professor Dr Sirajul Islam Chowdhury delivering his speech.

Sirajul Islam Chowdhury while certificates were handed over by Managing Director of Kumudini Welfare Trust Mr Rajiv Prasad Shaha. On behalf of Shaheed Dhirendranath the award was received by his granddaughter Mrs Aroma Datta who is an eminent social worker.

The main attraction of the programme was the speech delivered by Director Kumudini Welfare Trust Ms Protiva Mutsuddy and Prof Sirajul Islam Chowdhury. They talked about the life and social work of R P Shaha from their perspective.

Kumudini Bulletin congratulates the three eminent personalities of the country on accepting to receive the commemorative honour and the gold medal. ●

Hon'ble Recipients expressing their Feelings

Sir Fazle Hasan Abed *Professor Dr Mohammad Zafar Iqbal* *Mrs Aroma Datta*

বরেণ্য তিন ব্যক্তির সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত

শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

(১৮৮৬-১৯৭১)

শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৮৮৬ সালের ২ নভেম্বর বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের উত্তরে রামরাইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জগবন্ধু দত্ত ছিলেন কোর্টের সেরেস্তাদার। তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেন ১৯০৪ সালে। ১৯০৬ সালে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে আইএ এবং ১৯০৮ সালে কলকাতার রিপন কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন। একই কলেজ থেকে তিনি ১৯১০ সালে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় একজন স্কুল শিক্ষক হিসেবে। তিনি মুরাদনগর বাংগুরা উমালোচন হাইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ১৯১১ সালে তিনি কুমিল্লা জেলা বারে যোগদান করেন এবং আজীবন কুমিল্লায় আইন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড় আন্দোলন'-এ যোগ দেন। ব্রিটিশ বিরোধী কার্যকলাপের জন্য তিনি বেশ কয়েকবার গ্রেফতার হয়ে বিভিন্ন কারাগারে দণ্ড ভোগ করেন। ১৯৪৭ সালের পর একজন অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিক হিসেবে পাকিস্তানের রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। ১৯৪৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের সাবেক রাজধানী করাচিতে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্-এর সভাপতিত্বে চলছিল গণপরিষদের অধিবেশন। উক্ত অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন বাংলা ভাষা আন্দোলনের পথিকৃৎ গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। সেই অধিবেশনে প্রথমবারের মতো বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের Lingua Franca -এর মর্যাদা দানের জন্য বীরদর্পে দাবি তুলেছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের Lingua Franca করার প্রস্তাবে প্রথম ক্ষিপ্ত হন পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান। সর্বপ্রথম বাংলাভাষার দাবিতে সোচ্চার প্রতিবাদী ভূমিকার জন্য তিনি পাকিস্তান সরকারের রোষানলে পড়েন। তখন থেকেই তাঁর বিরুদ্ধে শত্রু লেলিয়ে দেয়া হয়। আতাউর রহমানের নেতৃত্বাধীন কেবিনেটে তিনি ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭১ সালের ২৯ মার্চ গভীর রাতে বর্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কুমিল্লার ধর্মসাগরের নিজ বাড়ি থেকে তাঁর পুত্র দিলীপ কুমার দত্তসহ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে ধরে নিয়ে যায় কুমিল্লার ময়নামতি সেনানিবাসে। সেখানে ৮৫ বছর বয়স্ক এই দেশপ্রেমিক রাজনীতিকের উপর অমানবিক নির্যাতন চালিয়ে তাঁকে হত্যা করে পাকিস্তানি হায়না বাহিনী। দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার পর তাঁর মৃতদেহ কেউ খুঁজে পায়নি। কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট অব বেঙ্গল (বিডি) লিঃ আমাদের ভাষা আন্দোলনের পথিকৃৎ, মুক্তিযুদ্ধের শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে ২০১৭ সালের দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা স্মারক সম্মাননা ও স্বর্ণপদক (মরণোত্তর) প্রদান করে। তাঁর পক্ষে সম্মাননা ও পদক গ্রহণ করেন শহীদের নাতনী সমাজকর্মী আরমা দত্ত। ●

স্যার ফজলে হাসান আবেদ
(জন্ম ১৯৩৬)

স্যার ফজলে হাসান আবেদ ১৯৩৬ সালের ২৭ এপ্রিল হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পাবনা জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন এবং ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর তিনি ব্রিটেনের গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে নেভাল আর্কিটেকচার বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। পরে তিনি লন্ডনের চার্টার্ড ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্ট্যান্টস-এ ভর্তি হন। ১৯৬২ সালে তিনি তাঁর প্রফেশনাল কোর্স সম্পন্ন করেন। ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানলে তিনি তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে 'হেলপ' নামের একটি সংগঠন গড়ে তুলে ঘূর্ণিউপদ্রুত মনপুরা দ্বীপের অধিবাসীদের পাশে গিয়ে দাঁড়ান। সেখানে তারা ব্যাপক ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা করেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ শুরু হলে তিনি ইংল্যান্ডে গিয়ে সহমর্মী বন্ধুদের সঙ্গে মিলে 'অ্যাকশন বাংলাদেশ' এবং 'হেলপ বাংলাদেশ' নামে দুটো সংগঠন গড়ে তোলেন। এই সংগঠন দুটির মাধ্যমে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধের পক্ষে সমর্থন আদায়, প্রচার, তহবিল সংগ্রহ ও জনমত গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। একাত্তর সালের ডিসেম্বর মাসে ফজলে হাসান আবেদ সদ্যস্বাধীন যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে ফিরে আসেন। এক কোটি শরণার্থী, যারা যুদ্ধের সময় ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল, তারা দেশে ফিরে আসতে শুরু করে। আবেদ ভারতপ্রত্যাগত শরণার্থীদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনকল্পে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন। এসময় তিনি তাঁর লন্ডনের ফ্ল্যাট বিক্রি করে সেই অর্থ দিয়ে ত্রাণকাজ শুরু করেন। মুক্তিযুদ্ধকালে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া সিলেটের প্রত্যন্ত অঞ্চল শাল্লাকে তিনি তাঁর কর্ম-এলাকা হিসেবে বেছে নেন। এই কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায়ই তিনি ব্র্যাক গড়ে তোলেন। তিনি সামাজিক ক্ষেত্রে অনন্যসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অসংখ্য পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। তিনি ২০১০ সালে দারিদ্র্যবিমোচনে অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ যুক্তরাজ্যের অন্যতম সর্বোচ্চ সম্মানজনক উপাধি 'নাইটহুড' লাভ করেন। এছাড়া বিশ্বের নানা প্রতিষ্ঠান থেকে বহু সম্মানসূচক ডিগ্রি লাভ করেন। কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট অব বেঙ্গল (বিডি) লিঃ কর্তৃপক্ষ ব্যাকের প্রতিষ্ঠাতা, প্রান্তিক মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনমান উন্নয়নের কাণ্ডারী, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব স্যার ফজলে হাসান আবেদকে ২০১৭ সালের দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা স্মারক সম্মাননা ও স্বর্ণপদক প্রদান করে। ●

অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল
(জন্ম : ১৯৫২)

অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল লেখক, পদার্থবিদ ও শিক্ষাবিদ। তাঁকে বাংলাদেশে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী লেখা ও জনপ্রিয়করণের পথিকৃৎ হিসেবে গণ্য করা হয়। এছাড়াও তিনি একজন শিশুসাহিত্যিক এবং কলাম-লেখক। তিনি লেখক হিসেবে বাংলাদেশের কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে জনপ্রিয়তার শীর্ষে। জাফর ইকবালের জন্ম ১৯৫২ সালের ২৩ ডিসেম্বর সিলেটে। তাঁর পিতা মুক্তিযোদ্ধা শহীদ ফয়জুর রহমান আহমদ এবং মা আয়েশা আখতার খাতুন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিজ্ঞানে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৭৬ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যান। সেখানে পিএইচডি করার পর বিখ্যাত ক্যালটেক থেকে তার ডক্টরেট-উত্তর গবেষণা সম্পন্ন করেন। ১৯৮৮ তে তিনি বিখ্যাত বেল কমিউনিকেশনস রিসার্চ (বেলকোর) এ গবেষক হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৯৯৪ পর্যন্ত সেখানেই কাজ করেন। ওই বছরেই তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে যোগদান করেন। বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক এবং তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক্স প্রকৌশল বিভাগের প্রধান হিসেবে কর্মরত আছেন। জাফর ইকবাল বিশ্ববিদ্যালয় জীবন থেকেই লেখালেখি করেন। সুদূর আমেরিকাতে বসে তিনি বেশ কয়েকটি সায়েন্স-ফিকশান রচনা করেন। দেশে ফিরে এসেও তিনি নিয়মিত বিজ্ঞান-কল্পকাহিনী লিখে যাচ্ছেন। তিনি কিশোর উপন্যাসের লেখক হিসেবেও অত্যন্ত সফল। বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড গড়ে তোলার পিছনে তাঁর অসামান্য অবদান রয়েছে। গণিত শিক্ষার উপর তিনি ও অধ্যাপক মোহাম্মদ কায়কোবাদ বেশ কয়েকটি বই রচনা করেছেন। এর মাঝে "নিউরনে অনুরণন" ও "নিউরনে আবার অনুরণন" বই দুটি গণিতে আগ্রহীদের কাছে খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল শিক্ষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ অসংখ্য পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ২০০৪ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ্যালাইমনি এ্যাসোসিয়েশন পদক। কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট অব বেঙ্গল (বিডি) লিঃ এই বিশিষ্ট জনপ্রিয় লেখক, পদার্থ বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদকে ২০১৭ সালের দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা স্মারক সম্মাননা ও স্বর্ণপদক প্রদান করে। ●

মহামানব দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা

অধ্যাপক ডা. আফজালুন্নেসা

বাংলাদেশের কৃতী সন্তান রায়বাহাদুর রণদা প্রসাদ সাহা যিনি বিন্দু থেকে বৃত্ত তৈরি করার যাদুকর। তাঁর প্রতি আমার প্রাণঢালা শ্রদ্ধা জানাই। সাত বছর বয়সে মা হারা ছেলে বহু চড়াই উৎরাই পেরিয়ে কলকাতা চলে যান ভাগ্য অন্বেষণে। সেখানে ছোট-বড় নানা কাজ তাঁকে করতে হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে সামরিক বাহিনীতে যোগ দেন এবং কার্যদক্ষতার জন্য রাজা পঞ্চম জর্জের কাছ থেকে প্রথম ভারতীয় হিসেবে 'সোর্ড অব অনার' পান। যুদ্ধ শেষে দেশে ফিরে ব্যবসায় মন দেন। প্রচুর ধন সম্পত্তি রোজগার করে জনহিতকর কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

অধ্যাপক ডা. আফজালুন্নেসা

আমি যখন ইডেন স্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ি তখন বাবা বাসায় এসে মাকে বললেন, আর পি সাহা নামে একজন টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে ভারতেশ্বরী হোমস নামে একটি স্কুল খুলেছেন। বিনা বেতনে থাকা, খাওয়া, বই-পুস্তক, সব ফ্রি। আমরা ছয় বোন দুই ভাই। বাবার খরচ চালান কষ্টসাধ্য ছিল। শিক্ষক মানুষ। তাই তিনি আমাদের চতুর্থ বোন লুৎফুন্নেসা (বকুল)-কে মির্জাপুর গিয়ে রেখে আসলেন। সত্যি সব ফ্রি। আমার সেই দুরন্ত বোন বাসায় কোন কাজ করত না। কিন্তু তাকে মির্জাপুরে কাপড় ধোয়া, ঘর মোছা, রান্না করাসহ সমস্ত কাজ 'ভারতেশ্বরী হোমসের' মেয়েদের সাথে করতে হতো। দুই মাস পর বকুল ওখান থেকে ঢাকায় চলে আসলো। এটা ছিল আর পি সাহা সম্পর্কে আমার প্রথম অভিজ্ঞতা।

১৯৫১ সালে আমি আইএসসি পাশ করি। ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগও পেয়ে গেলাম। সমস্যা হলো মেডিকেলে পড়তে অনেক টাকা লাগে। এত টাকা বাবা কোথা থেকে জোগাড় করবেন? আমার মেজ মামা আজহারুল ইসলাম তখন ময়মনসিংহে চাকরি করতেন। তিনি এসে বাবাকে বললেন যে, মির্জাপুরের রণদা প্রসাদ সাহা ঢাকা মেডিকেল কলেজের মেয়েদের জন্য বিনা শর্তে ৫০ টাকা মাসিক স্টাইপেন্ড দেন। আমি খোঁজ নিয়ে এসেছি।

প্রথম দেখা ঃ রণদা প্রসাদ সাহা তখন মাঝে মাঝে বুড়ীগঙ্গা নদীতে বজরায় থাকতেন। সেখানে অনেকে তাঁর সাথে দেখা করতে যেতেন। মেজ মামা আমাকে বললেন, চলো তোমাকে আর পি সাহার কাছে নিয়ে যাই, একটা দরখাস্ত নিয়ে নাও। এদিকে আমার মামার বন্ধু ছিলেন অ্যাডভোকেট আলী আমজাদ খান। তার স্ত্রী আমেনা খাতুন ছিলেন জাতীয় সংসদের সদস্য। তার সাথে আর পি সাহার ভাল জানাশোনা ছিল।

পরদিন মামা, আমি, আমেনা খাতুন সবাই মিলে বুড়ীগঙ্গার পাড়ে বজরায় ওনার সাথে দেখা করতে গেলাম। তাঁকে প্রথম দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। এতবড় একজন মানুষ, কিন্তু একটি ফতুয়া ও ধুতি পরা সৌম্যমূর্তি। আমেনা খাতুনকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন এসেছ? তখন আমেনা খাতুন বললেন, দাদা এই মেয়েটি মেডিকেলে চান্স পেয়েছে কিন্তু পয়সার অভাবে ওর পড়া বন্ধ হয়ে যাবে, আপনি যদি একটি স্টাইপেন্ড দিতেন তাহলে মেয়েটা মেডিকেলে পড়তে পারত। একটু চুপ করে থেকে তিনি বললেন, দরখাস্ত এনেছো? আমি বললাম এনেছি। দরখাস্তটি তাঁর হাতে দিলাম। একনজর পড়েই দরখাস্তে সহি করে দিলেন। বললেন, ফেল করলে স্টাইপেন্ড বন্ধ হয়ে যাবে। মামা খুব বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। তিনি বললেন, মেডিকেল পড়া অনেক কঠিন, বন্ধ করে দিলে ওর পড়াটাই বন্ধ হয়ে যাবে। তিনি দরখাস্ত টেনে নিয়ে লিখে দিলেন, যতদিন পাশ না করবে ততদিন স্টাইপেন্ড পাবে। **স্টাইপেন্ড পাবে** এই লেখাটা আমার খুব কাজে লেগেছিল ভবিষ্যতে। তাঁর মত নিরহংকারী এমন উঁচু দরের মানুষ আমার জীবনে দেখিনি।

দ্বিতীয় বার ঃ সেকেন্ড ইয়ারে এনাটমি পরীক্ষায় ফেল করেছিল ১০০ জনের মধ্যে ৯৪ জন। আমরা মাত্র ৬ জন পাশ করলাম। এভাবে নির্বিঘ্নে 5th year পর্যন্ত উঠে গেলাম। আর মাত্র ছয় মাস

বাকি। হঠাৎ দেখি স্টাইপেন্ড বন্ধ হয়ে গেছে। নারায়ণগঞ্জ অফিসে ফোন করে জানলাম যে, পাঁচ বছর পূর্ণ হয়েছে বলে স্টাইপেন্ড বন্ধ হয়েছে। মাথায় বাজ পড়ল। ছুটলাম নারায়ণগঞ্জ অফিসে। ওখানে গিয়ে দেখি বাগানে দাঁড়িয়ে তিনি ছোট মেয়ে জয়ার সঙ্গে কথা বলছেন, সেটা ১৯৫৬ সালে। জয়াদির তখনো বিয়ে হয়নি। সেই নিরহংকার সৌম্যমূর্তি। আমাকে দেখে মৃদু হেসে বললেন, কেন এসেছ? আমি বললাম আমার পরীক্ষার ছয় মাস বাকি। আমার স্টাইপেন্ড বন্ধ হয়ে গেছে। তাই আসা। উনি বললেন, ফেল করলে স্টাইপেন্ড বন্ধ হয়ে যায়। আমি বললাম, আপনি দরখাস্তে লিখে দিয়েছিলেন যে, যতদিন পাশ না করবো ততদিন স্টাইপেন্ড চলবে। উনি সেক্রেটারি সাহেবকে ডেকে বললেন, ফাইল নিয়ে এসো। পাঁচ মিনিটে ফাইল এসে গেল। ফাইল দেখে বললেন স্টাইপেন্ড চলবে। আমাকে বললেন, যাও পাবে। তারপর কোন অসুবিধা হয়নি। এরই মধ্যে আমার লম্বা চুল দেখে বেণী ধরে আদরের সাথে একটা টান দিলেন আর বললেন, এত লম্বা চুল রাখবে না, সময় নষ্ট হয়। চুল কেটে ফেলবে। যাও এবারে ভাল করে পড়াশুনা কর। একথা শুনে ধড়ে প্রাণ ফিরে এল। ছয় মাস পর পরীক্ষা। দুরু দুরু মনে পরীক্ষা দিলাম। ১৯৫৭ সালের ১৯ জানুয়ারি আমাদের আক্ত হয়ে গেল। পরদিন সকালে খবর পেলাম আমি পাশ করেছি। মহাখুশি আমি। আমার স্বামী ডা. বদরুল আলম চাকরি পেয়ে চলে গেলেন পেশোয়ারে। আমি ছয়মাস Interneeship করলাম DMCH এ। একই বছর ২৬ জুলাই আমাদের বিবাহোত্তর সংবর্ধনা হলো। তিন দিন পর আমিও পেশোয়ারে চলে গেলাম। তিন বছর পেশোয়ারে কাজ করে নিজেদের পয়সায় চলে গেলাম ইংল্যান্ডে পড়াশুনা করতে। আমার স্বামী শিশু বিশেষজ্ঞ এবং আমি Anesthesia বিশেষজ্ঞ হিসাবে কাজ শুরু করলাম। প্রথমে East Birmingham Hospital -এ পরে Dudley Rd Hospital-এ। পেশোয়ার ও ইংল্যান্ড মিলে ১০ বছর পর দেশে ফিরলাম।

তৃতীয় বার ঃ এই মহান ব্যক্তির সাথে পুনরায় দেখা হল ১৯৬৫ সালে Birmingham -এ আমার বাসায়। সে কথা আপনাদের বলছি। আমার স্বামী ছয় মাসের জন্য Shellyook হাসপাতালে কাজ করতে গেছেন। Weekend-এ আমার হাসপাতালে Quarter-এ আসতেন। একদিন আমাকে বললেন যে, ডাঃ পতি (জয়াদির স্বামী) Shellyook হাসপাতালে কাজ করছেন, MRCP করবেন। জয়া একটা স্কুলে কাজ করছে। ওদের মেয়ে ঝুমুর, তিন বছর বয়স।

শুনলাম আর পি সাহা কুমুদিনী হাসপাতালের জন্য বাঙ্গালী পাশ করা MRCP FRCS ডাক্তারদের এখানে Interview নিয়ে নিজের হাসপাতালে ভাল বেতনের চাকরি দেবেন এবং দেশে যাওয়ার খরচ দেবেন। এরই মধ্যে জয়াদির সাথে আমার পরিচয় হয়। এক কর্মঠ, সুন্দরী অমায়িক মহিলা এবং অতিথিপরায়ণ তো বটেই। স্কুলে চাকরি করেন। স্বামীকে হাসপাতালে নামিয়ে মেয়েকে নার্সারিতে দিয়ে স্কুল শেষে পুনরায় মেয়ে ও স্বামীকে তুলে নিয়ে আসতেন। জয়াদির যখন Dudley Rd Hospital-এ ছেলে হয়, তখন আমি ওই হাসপাতালে কাজ করতাম। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল তার সান্নিধ্যে আসার। আমাকে ছোট বোনের মত অত্যন্ত স্নেহ করতেন।

রায়বাহাদুর আর পি সাহা যখন Birmingham-এ জয়াদির বাসায় গেছেন, তখন আমি Birmingham Hospital-এ কাজ করি। হাসপাতালের ভিতরে Free furnished quarter-এ আমি আমার স্বামীকে বললাম, জয়াদি এবং আর পি সাহাকে আমাদের বাসায় দুপুরে মাছ-ভাত খাওয়ার দাওয়াত কর। আমি খুশিতে আত্মহারা, বিদেশ বিভূঁয়ে এই মহান লোকের দেখা পাব। যা আমার কল্পনার বাইরে ছিল। সারা জীবনে এত খুশি আর কোনদিন হইনি। মন খুলে সব রান্না করলাম। বেলা একটার দিকে জয়াদি ও আর পি সাহা এলেন। মেয়েকে ডা. পতির কাছে বাসায় রেখে এসেছেন। প্রায় আট বছর পরে দেখা। এত বড় মাপের মানুষ, আর কত অমায়িক তাঁর ব্যবহার আমি কথায় বুঝাতে পারব না। কিছুক্ষণ কথা বললাম। উনি মাটিতে বসে খাবেন। ড্রইংরুমে কার্পেটের উপর বিছানা করে দিলাম। অনেক কিছু রান্না করেছিলাম। উনি অল্প অল্প করে সবই খাচ্ছেন। জয়াদি বাধা দিচ্ছেন, বাবা তুমি এত কিছু খেওনা। শরীর খারাপ হবে। উনি বললেন, আমি সব কিছুই খাব। আমাকে বাধা দিওনা। একথা শুনে আমার জীবনটা ধন্য হয়ে গেলো।

খাওয়ার পর ওনার ইংল্যান্ডে আসার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বললেন যে, উনি আসলে কুমুদিনী হাসপাতালের জন্য পোস্ট গ্রেজুয়েট ডাক্তার নিতে এসেছেন। আমাকে বললেন, তুমি Anesthesia-তে পোস্ট গ্রেজুয়েট কর। তোমার সব খরচ আমি দেব, তুমি চাকরি ছেড়ে দাও। পড়াশুনা শেষে আমার কুমুদিনী হাসপাতালে যোগ দাও। কিন্তু পারিবারিক অসুবিধার জন্য তা সম্ভব হয়নি। দশ বছর পর আমরা দেশে ফিরে আসি। পূর্ব পাকিস্তানে আমি প্রথম মহিলা Anesthesiologist. আমি আসার পর থেকে এখন অনেক মেয়ে Anesthesia- তে পোস্ট গ্রেজুয়েট করে Departmental Head হিসাবে কাজ করছে। বিদেশের Training-টা আমার দেশের কাজে লাগাতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি এবং আমার ছাত্র-ছাত্রীরা সারা বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে চলেছে।

দেশে আসার পর প্রথমে ঢাকা মেডিকেল কলেজে, তারপর আট মাস ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে এ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, সলিমুল্লাহ্ মেডিকেল কলেজে দশ বছর এবং প্রফেসর Anesthesiologist হিসাবে এক বছর এবং সর্বশেষ পিজি হাসপাতালে ১০ বছর চাকরি করে ১৯৯০ সালে অবসরগ্রহণ করি। এরপরও দশ বছর প্র্যাকটিস করেছি। দেশে যখন Anesthesia শুরু করি তখন আমাদের দেশ ১০০ বছর পিছিয়ে ছিল। আমার একটাই সান্ত্বনা যে, অনেক ছাত্র-ছাত্রীকে শিখিয়েছি এবং তারা দেশের বিভিন্ন জায়গায় কাজ করছে। আমার এই উন্নতির সমস্ত কৃতিত্ব কেবল রায়বাহাদুর আর পি সাহারই প্রাপ্য। তাঁকে জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম। রায়বাহাদুর আর পি সাহা এই মহান পেশায় আসার জন্য আমাকে যে সাহায্য করেছেন, সে ঋণ আমি কোনদিনও শোধ করতে পারব না। এছাড়া ওনার বহু জনহিতকর কাজের মধ্যে আছে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান যেমন, ১৯৩৮ সালে তাঁর ঠাকুরমার নামে 'শোভা সুন্দরী হাসপাতাল', মায়ের নামে ১৯৪৪ সালে 'কুমুদিনী হাসপাতাল' ও Outdoor dispensary (বহির্বিভাগ) ও কুমুদিনীর পাশেই 'ভারতেশ্বরী হোমস' যা প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৪৫ সলে। এটা তাঁর প্রপিতামহীর নামে। এছাড়াও মির্জাপুরে এস কে হাই স্কুল, টাঙ্গাইলে কুমুদিনী গার্লস কলেজ, মানিকগঞ্জে বাবার নামে 'দেবেন্দ্র কলেজ' এবং এগুলো চলত কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের টাকায়। এছাড়া বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাঁর দান ছিল।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ৩০ লক্ষ শহীদের সাথে তাঁকে ও তাঁর ছেলেকেও রেহাই দেয়নি, নির্মমভাবে হত্যা করেছে। কিন্তু তিনি সবার মাঝে চিরকাল তাঁর কীর্তির মাঝে বেঁচে থাকবেন।

করুণাময়ের কাছে প্রার্থনা তিনি যেন পরকালে নির্বাণ পান। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় নারায়ণগঞ্জের বাসা থেকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ৭ মে তাঁকে ও ছেলে ভবানী প্রসাদ সাহাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। তাঁদের সাথে ৩ জন কর্মচারীও ছিল। তাঁরা আর ফিরে আসেননি। সবাই ভেবেছিল কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু তা হয়নি। এখন চালাচ্ছেন তাঁর পৌত্র রাজীব প্রসাদ সাহা এবং অন্যান্য শুভাকাঙ্খীরা মিলে তাঁর সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও দাতব্য চিকিৎসালয় সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে যাচ্ছে ঈশ্বরের কৃপায়।

সবশেষে আরেকটি স্মৃতিচারণমূলক কথা বলে শেষ করছি। আমি যখন Sir Salimullah Medical College- এ Anesthesia বিভাগের Associate Professor ছিলাম তখন জয়াদির মেয়ে ঝুমুর সেখানে ডাক্তারীতে ভর্তি হয়। সেই সময় মির্জাপুরে দুর্গা পূজায় আমাদের সকল শিক্ষকদের নিমন্ত্রণ করা হয়। আমার সৌভাগ্য হয় তখন 'ভারতেশ্বরী হোমস'-এ তাদের অতিথিপরায়ণতা দেখার। সবাই আমরা মুগ্ধ হয়েছি। পূজা মন্ডপে অপূর্ব নৃত্য পরিবেশন আমার সারাজীবন মনে থাকবে। মেয়েরা মিলে কয়েক হাজার মানুষকে একসাথে সুষ্ঠুভাবে খাবার পরিবেশন করা হয়েছিল। আজ তিরিশ বছর পর সব মনে পড়ছে। তবে একটা কথাই দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে চাই, 'কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহান'।

[অধ্যাপক ডা. আফজালুন্নেসার জন্ম ১৯৩৩ সালের ২ জানুয়ারি নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁও-এ। তিনি ১৯৫৭ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাশ করে পেশোয়ারে লেডি রিডিং হাসপাতালে মেডিকেল অফিসার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন এবং ১৯৯৩ সালে তৎকালীন আইপিজিএমআর থেকে 'প্রফেসর অব অ্যানসথলজি' হিসেবে অবসরগ্রহণ করেন। তাঁর ৩৬ বছরের বর্ণাঢ্য কর্মজীবন নানা সাফল্য গাঁথায় ভরপুর। তিনি বাংলাদেশ 'সোসাইটি অব অ্যানসথেসিয়লজিস্ট' এর প্রেসিডেন্টসহ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংগঠনের নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল ছিলেন।

ভাষা-আন্দোলনের তিনি প্রত্যক্ষ সাক্ষী। তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজের 'শিল্পীসংঘ'-এর সদস্য ছিলেন। সংগীত শিল্পী হিসেবে এবং জাতীয় দৈনিকে কলাম লিখে সুখ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৪৫ সালে 'হিজ মাস্টার্স ভয়েজ' থেকে তাঁর দুটি একক পল্লীগীতির রেকর্ড বের হয়। পরে রূপলাল হাউজ থেকে ফেরদৌসী রহমান ও মোস্তফা জামান আব্বাসীর সাথে যৌথভাবে আরও রেকর্ড বের হয়। ২০০৫ সালে বিএসএমএমইউ-এর অ্যানসথলজি বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা প্রতিষ্ঠা করেন আর্ত-মানবতার সেবায় এবং জনকল্যাণে নিবেদিত প্রতিষ্ঠান 'আফজালুন্নেসা ফাউন্ডেশন'। বর্তমানে তিনি অবসর জীবন যাপন করছেন।] ●

ডাক্তার বিষ্ণুপদ পতির জীবনাবসান

কুমুদিনী হাসপাতালের সাবেক পরিচালক ডা. বিষ্ণুপদ পতি গত ২১ জুলাই লন্ডনের বারনেট হাসপাতালে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। কলকাতার একটি মেডিক্যাল কলেজ থেকে চিকিৎসাশাস্ত্রে স্নাতক হওয়ার পর ১৯৫৪ সালে তিনি কুমুদিনী হাসপাতালে চিকিৎসক হিসেবে যোগদান করেন। দীর্ঘ ৪৬ বছর চাকরি করার পর তিনি ২০০০ সালে কুমুদিনী হাসপাতালের চাকরি থেকে অবসরগ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি কন্যা ডা. ঝুমুর পতি, পুত্র মহাবীর পতি, পুত্রবধূ শ্রেয়সী পতি, নাতী-নাতনীসহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

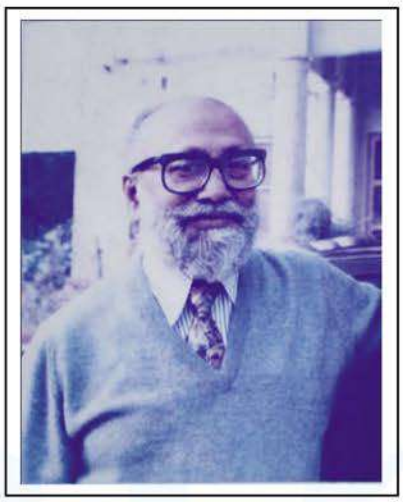

Dr Bishnupada Pati

উল্লেখ্য, রণদা প্রসাদ সাহার কন্যা মিসেস জয়াপতির স্বামী হবার সুবাদে তিনি ঘনিষ্ঠমহলে 'জামাইবাবু' হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন।

ডা. বিষ্ণুপদ পতির জন্ম ১৯২৭ সালের ১৩ মে মেদিনীপুরের তমলুকে। তিনি কলকাতার আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ থেকে চিকিৎসা শাস্ত্রে স্নাতক ও যুক্তরাজ্য থেকে চিকিৎসা বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৫৯ সালে তিনি কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা দানবীর রণদা প্রসাদ সাহার কনিষ্ঠ কন্যা জয়া সাহার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৬২ সালে তিনি উচ্চ শিক্ষার্থে ইংল্যান্ড যান এবং বার্মিংহাম শহরে বসবাস শুরু করেন। রণদা প্রসাদ সাহার অসুস্থতার কারণে স্ত্রীপুত্র-কন্যাসহ তিনি মির্জাপুর ফিরে আসেন। সে সময় চলছিল বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম। এই সংগ্রামের বলী হন রণদা প্রসাদ সাহা ও তাঁর ছেলে ভবানী প্রসাদ সাহা। পাকিস্তানি সেনারা তাঁদের দু'জনকেই ধরে নিয়ে যায় এবং চিরতরে তাঁরা হারিয়ে যান। এমন পরিস্থিতিতে দানবীরের কনিষ্ঠ কন্যা মিসেস জয়া পতি কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট এবং জামাতা ডা. বিষ্ণুপদ পতি কুমুদিনী হাসপাতালের হাল ধরেন। এই দুইজনের কর্মদক্ষতায় কুমুদিনী চলৎশক্তি ফিরে পায়। ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত ট্রাস্টের সেবাকর্মে তাঁরা সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন।

ডা. বিষ্ণুপদ পতি শুধু একজন দক্ষ চিকিৎসকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন নিসর্গ প্রেমিক ও জনদরদি মানুষ। ভারতেশ্বরী হোমসে মেধাবী ছাত্রীদের জন্য 'জয়া-বিষ্ণু বৃত্তি' নামে যে স্কিমটি চালু রয়েছে তা মিসেস জয়া পতি ও ডা. বিষ্ণুপদ পতিরই অর্থানুকূল্যে প্রবর্তিত হয়েছে। প্রতি বছর হোমসের ৯ মেধাবী ছাত্রীকে নিয়মিত এই বৃত্তি প্রদান করা হয়। শুধু তাই নয়, মির্জাপুর কুমুদিনী কমপ্লেক্সে যে বৃক্ষশালা বা আরবোরিয়ামটি রয়েছে তার রূপকার ডা. বিষ্ণুপদ পতি স্বয়ং। এছাড়া মির্জাপুর কমপ্লেক্সে কুমুদিনী উইমেন্স মেডিকেল কলেজে তাঁর নামে স্থাপিত রয়েছে ডা. বিষ্ণুপদ পতি বা ডা. বি পি পতি হল।

Passing Away of Dr Bishnupada Pati

Former Director of Kumudini Hospital Dr Bishnupada Pati passed away at Barnet Hospital in London on 21 July 2017. At death he was 90 years old. After graduating from a medical college in Kolkata he joined Kumudini Hospital as a doctor in 1954. After having served for long 46 years he retired from Kumudini Hospital in 2000. He had left behind his daughter Dr. Jhumur Pati, son Mahavir Pati, daughter-in-law Shreosi Pati, grandchildren, relatives and well wishers.

Being husband of Mrs Joya Pati who was the youngest daughter of R P Shaha he came to be known as "Jamai Babu".

Dr Bishnupada Pati was born on 13 May 1927 at a place called Tamluke in Midnapore district of West Bengal, India. He had graduated from R G Kar Medical College in Kolkata and later on obtained higher degree in medicine from the UK. In 1959 he married the youngest daughter of the founder of Kumudini Welfare Trust. In 1962 he left for higher studies in the UK and started living in Birmingham. Due to illness of Ranada Prasad Shaha he came back to Mirzapur along with his family. At that time the liberation war was ongoing. During that period R P Shaha and his son Bhavani Prasad Shaha were abducted by the Pakistani army and they went missing for ever. In these trying circumstances R P Shaha's youngest daughter Mrs Joya Pati took over the helm of Kumudini Welfare Trust and her husband Dr Bishnupada Pati took over the responsibility of running the hospital. The two brought back life into the activities of the Trust. They remained directly involved with service activities of the Trust till 1999.

Dr Bishnupada Pati was not only a doctor but also a lover of nature and selfless man. The scholarship programme 'Joya-Bishnu Scholarship' that is prevailing at Bharateswari Homes is funded by Mrs Joya Pati and Dr Bishnupada Pati. Every year nine students of Bharateswari Homes are provided with this scholarship. Dr Bishnupada Pati is the architect of the arborium which has been set up at Kumudini Complex

স্মরণসভা

ডা. বিষ্ণুপদ পতির মৃত্যুতে কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের স্বাস্থ্য ও শিক্ষাসেবা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শোকের ছায়া নেমে আসে। এ উপলক্ষে গত ২৩ জুলাই ডা. বি পি পতি হলে একটি স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়। কুমুদিনী হাসপাতালের পরিচালক ডা. দুলাল চন্দ্র পোদ্দারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ স্মরণ সভায় প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে ট্রাস্টের পরিচালক প্রতিভা মুৎসুদ্দি ও শ্রীমতী সাহা। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কুমুদিনী উইম্যান্স মেডিকেল কলেজের শিক্ষা উপদেষ্টা প্রফেসর ডা. এম এ জলিল ও অধ্যক্ষ প্রফেসর ডা. এম এ হালিম প্রমুখ।

স্মরণ সভায় ডা. পতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন কুমুদিনী হাসপাতালের ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্ট ডা. পি কে রায়, কুমুদিনী নার্সিং স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষা সিস্টার রীনা ক্রুজ, ভারতেশ্বরী হোমসের অধ্যক্ষা প্রতিভা হালদার প্রমুখ।

একই তারিখে নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষ্যায় রণদা প্রসাদ সাহা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য ড. মনীন্দ্র কুমার রায়ের সভাপতিত্বে আরেকটি স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়। এতে ডা. পতির কর্ম জীবন সম্পর্কে উপাচার্য ড. রায় বিস্তারিত আলোচনা করেন।

উল্লেখ্য, প্রতিটি স্মরণ সভায় প্রয়াত ডা. বিষ্ণুপদ পতির বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে নীরব প্রার্থনা করা হয়। ●

at Mirzapur. The auditorium at Kumudini Women's Medical College has been named Dr B P Pati Hall.

Remembrance Meeting

The news of death of Dr Bishupada Pati came as a shock for all those working in the health and education sector of Kumudini Welfare Trust. A remembrance meeting was held at Dr B P Pati Hall on 23 July 2017. The meeting was presided over by Director Kumudini Hospital Dr Dulal Chandra Podder which was attended as chief guest and special guest by Directors of the Trust Ms Protiva Mutsuddy and Mrs Srimati Shaha respectively. Among others the Education Adviser of Kumudini Women's Medical College Prof Dr M A Jalil and Principal Prof Dr M A Halim were also present.

As a mark of respect the Deputy Superintendent of Kumudini Hospital Dr P K Roy, Principal of Kumudini Nursing School & College Sister Rina Cruz and Principal of Bharateswari Homes Mrs Protiva Halder spoke on the life of Dr Pati.

On the same day a remembrance meeting was held at Ranada Prasad Shaha University which was presided over by the Vice Chancellor Dr Manindra Kumar Roy. The Vice Chancellor spoke on the life and works of Dr Pati.

In all the remembrance meetings prayers were offered for the salvation of the departed soul of Dr Bishnupada Pati. ●

Prayers being offered for the salvation of the departed soul in a remembrance meeting at Dr B P Pati Hall.

একটি বৃক্ষশালা উদ্বোধন

প্রকৃতিবিদ দ্বিজেন শর্মা

২০১৫ সালের ২৪ অক্টোবর মির্জাপুরের কুমুদিনী চত্বরে বিষ্ণুপদ বৃক্ষশালার উদ্বোধন সম্পন্ন হলো। উপস্থিত ছিলেন কুমুদিনী হাসপাতালের সাবেক পরিচালক ও বৃক্ষশালার রূপকার স্বয়ং ডা. বিষ্ণুপদ পতি, তাঁর স্ত্রী জয়া পতি যিনি কুমুদিনী ট্রাস্টের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ট্রাস্টের বর্তমান কর্ণধার রাজীব প্রসাদ সাহা এবং এখানকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা, শিক্ষক, দুর্গাপূজা উপলক্ষে আসা অতিথি ও ছাত্রীরা। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ভারতেশ্বরী হোমসের শিক্ষক হেনা সুলতানা। অনেকেই বক্তৃতা করেন এবং বলেন বর্তমান পরিবেশ বিপর্যয় রোধে বৃক্ষরোপণের গুরুত্বের কথা।

প্রকৃতিবিদ দ্বিজেন শর্মা

ডা. পতি জানান, তিনি চত্বর জুড়ে নানা গাছপালা লাগিয়েছিলেন ফুল ও ফলের, বড় সুন্দর হয়ে উঠেছিল ক্যাম্পাসটি। তখন মাঝে মাঝে এখানে বন্যা হতো। একবার এমন বন্যা হলো যে সবগুলো দালানের একতলা পর্যন্ত জলে ডুবে গেল এবং মারা পড়ল এখানকার বেশির ভাগ গাছপালা। অতঃপর তিনি হাসপাতালের দক্ষিণের খালি জায়গায় মাটি ভরাট করে বানালেন বর্তমান বৃক্ষশালার ভিত ঃ ৩২০ ফুট লম্বা, ৬০ ফুট চওড়া ও ৪ ফুট উঁচু। লাগালেন মরে যাওয়া গাছপালার প্রতিটির এক বা একাধিক নমুনা। পরে তাতে যোগ করেছেন ব্যতিক্রমী ধরনের আরও কিছু বৃক্ষ-লতা-গুল্ম। ধন্যবাদ জানালেন শ্বশুর রণদা প্রসাদ সাহা ও সহধর্মিনী জয়া পতিকে, যাঁদের সাহায্য ব্যতীত এটি নির্মিত হতে পারত না। রাজীব প্রসঙ্গক্রমে তাঁর বক্তৃতায় আমাদের আশ্বস্ত করে বললেন, কুমুদিনী কমপ্লেক্সের বিশাল এলাকাটি তিনি ভরে দেবেন আরও গাছপালা লাগিয়ে।

এই বৃক্ষশালায় আছে পঞ্চাশ কি ততোধিক প্রজাতির বৃক্ষ ও গর্জন, ভেফল, অরোকেরিয়া, সাইকাস, বহেড়া, কলকে, কুরচি, নাগলিঙ্গম, স্বর্ণচাঁপা, ভাদ্রা ইত্যাদি। বন বিভাগের দেওয়া কিছু বনবৃক্ষ শনাক্ত করা যায়নি। লতার মধ্যে আছে মালতী, মাধবী, জুঁই, কুন্দ, উলটচন্ডাল, ব্লিডিংহার্ট, কুমারীলতা ও গোল্ডেন শাওয়ার (সোনাঝুরিলতা)। গুল্মের সংখ্যা কম, নানা রঙের রঙ্গন ও মুস্যোদন্ডাই বেশি। আছে ঝাউ, কেও গাছও বাদ পড়েনি। বাগানের একটি কেয়া বা কেতকী সবার নজর কাড়ে, তাতে অজস্র ঠেকমূলের ঝালর। গোটা এলাকাটা ছায়াঘন, বৃক্ষগুলো ২০-৩০ ফুট পর্যন্ত উঁচু। প্রায় প্রতিটিতেই লাগানো আছে নামলিপি। এ ধরনের বৃক্ষশালা বা আরবোরিয়াম আমাদের দেশে আরও আছে কি না আমার জানা নেই। কিন্তু আমি নিশ্চিত কুমুদিনী ক্যাম্পাসের স্কুল, কলেজ ও মেডিকেল কলেজের ছাত্রীরা এতে সবিশেষ উপকৃত হবে। এখানে প্রতিদিন নানা কাজে লোকসমাগম ঘটে। আশা করি তারাও নামপত্রশোভিত এই বৃক্ষসংগ্রহটি সাগ্রহে লক্ষ্য করবেন।

বিষ্ণুপদ পতির জন্ম ১৩ মে, ১৯২৭ সালে। মেদিনীপুর জেলার সাবেক তমলুক পরগণায়। ডাক্তারি পাস করেন কলকাতার আর জি কর (রাধাগোবিন্দ কর) মেডিকেল কলেজ থেকে ১৯৫৩ সালে এবং পরের বছর ১৯৫৪ সালে চিকিৎসক পদে যোগ দেন টাঙ্গাইলের মির্জাপুরের কুমুদিনী হাসপাতালে। ১৯৫৯ সালে তিনি রণদা প্রসাদ সাহার কনিষ্ঠা কন্যা জয়া সাহার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৬২ সালে উচ্চশিক্ষার্থে ইংল্যান্ডে যান এবং পরে চাকরি নিয়ে বার্মিংহাম শহরে বসবাস শুরু করেন। ১৯৭১ সালের গোড়ার দিকে জয়া পতি অসুস্থ বাবাকে দেখতে পুত্র-কন্যাসহ দেশে ফেরেন এবং মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে এখানে আটকা পড়ে যান। বাবা ও একমাত্র ভাইকে পাকিস্তানি সেনারা ধরে নিয়ে গেলে কুমুদিনী সংস্থা রক্ষার দায়িত্ব তাঁর ওপর বর্তায়। ওই নয় মাস তিনি কীভাবে এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করেন এবং নিজে বেঁচে থাকেন, সে কাহিনী দীর্ঘ। যুদ্ধ শেষে বিধ্বস্ত সংস্থা পুনর্গঠনের গুরুদায়িত্ব তাঁকে পালন করতে হয় এবং তিনি সাফল্যের সঙ্গে কাজটি সম্পন্ন করেন। ইতিমধ্যে ডা. পতি পুনর্গঠন কর্মে স্ত্রীকে সহায়তা দেওয়ার জন্য বিলাতের বাস উঠিয়ে কুমুদিনীতে ফেরেন এবং হাসপাতালের হাল ধরেন। চিকিৎসক হিসেবে তিনি শুধু দক্ষই নন, ছিলেন দরিদ্র দরদি ও জনপ্রিয়। অধিকন্তু তাঁর কৃষি, মৎস্য চাষ ও উদ্যান নির্মাণের ঝোঁক এবং বলা বাহুল্য, কুমুদিনী কমপ্লেক্সের

নিসর্গ শোভা তাঁরই একক সৃষ্টি। ১৯৯৯ সালে ডা. পতি ও জয়া পতি অবসর গ্রহণ করেন ও ইংল্যান্ড ফিরে যান।

দীর্ঘ ১৬ বছর পর দুর্গাপূজা উপলক্ষে কুমুদিনীতে তাঁদের পুনরাগমন এবং এই সুযোগে বিষ্ণুপদ বৃক্ষশালা উদ্বোধন। অনুষ্ঠান শেষে ডা. পতি ও মিসেস পতিকে হুইল চেয়ারে বসিয়ে আমরা উদ্যানটি প্রদক্ষিণ করি এবং পূর্বস্থানে ফিরে এলে হেনা সুলতানা বৃক্ষশালার সাইনবোর্ডে উদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা আমাদের আবৃত্তি করে শোনান : হে তরু, এ ধরাতলে রহিব না যবে/ তখন বসন্তে নব পল্লবে পল্লবে/ তোমার মর্মর ধ্বনি পথিকেরে করে/, 'ভালো বেসেছিল কবি বেঁচে ছিল যবে'।

লেখাটা এখানেই শেষ হতে পারত। কিন্তু আরেকটু না লিখলে বড় কিছু ত্রুটি থেকে যাবে। বৃক্ষশালার সঙ্গে আমি অনেক দিন জড়িত। ডা. পতির অনুপস্থিতিতে এই গাছগাছালি দেখাশোনা করেছেন হোমসের শিক্ষক উলফাতুন নেছা, নামপত্র লেখায় সহায়তা দিয়েছেন তরুপল্লব সংস্থার সম্পাদক মোকারম হোসেন এবং সব অর্থ যোগান দিয়েছেন রাজীব প্রসাদের মা, কুমুদিনীর আরেক কাণ্ডারি শ্রীমতী সাহা। নামপত্রগুলো গাছে লাগাতে সাহায্য করেছেন হেনা সুলতানা ও সঞ্চিতা এবং অতিথি হিসেবে আগত স্থপতিদ্বয় তুগলক আজাদ ও সুমন বিশ্বাস। অধিকন্তু ছিল হোমসের সাবেক অধ্যক্ষ প্রতিভা মুৎসুদ্দির সার্বিক সহায়তা।

লেখক পতি দম্পতির একমাত্র পুত্র মহাবীর পতির শ্বশুর এবং দেশের বরেণ্য প্রকৃতিবিদ ও সাহিত্যিক। লেখাটি দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

কুমুদিনী কমপ্লেক্সের বৃক্ষশালার বিখ্যাত সেই কেয়া গাছ।
এই বৃক্ষশালার রূপকার স্বর্গীয় ডা. বিষ্ণুপদ পতি

রণদা প্রসাদ সাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে ড. মনীন্দ্র কুমার রায়ের যোগদান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ এর মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও রণদা প্রসাদ সাহা বিশ্ববিদ্যালয় (আরপিএসইউ)-এর মাননীয় আচার্য মোঃ আবদুল হামিদ, অধ্যাপক ডঃ মনীন্দ্র কুমার রায়কে ৪ (চার) বছরের জন্য রণদা প্রসাদ সাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিয়োগ প্রদান করেছেন। নিয়োগপত্র পাওয়ার পর তিনি পহেলা আগস্ট ২০১৭ সালে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে যোগদান করেন।

Professor Dr Manindra Kumar Roy, VC, RPSU

বিশিষ্ট পরিসংখ্যানবিদ ড. রায় ১৯৭০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণীতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন এবং উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের মধ্য দিয়ে তাঁর শিক্ষকতা জীবন শুরু করেন। তিনি ১৯৮৪ সালে কিয়েভ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যান অনুমিতিতে ডক্টরেট (PhD) ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৮৪ সাল থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

অতঃপর ১৯৮৭ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত লিবিয়ায় গেরুনিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগে শিক্ষকতা করেন। ১৯৯২ সালে তিনি অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। দীর্ঘ ৪২ বছর শিক্ষকতা করে ২০১৪ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসরগ্রহণ করে মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে চুক্তি ভিত্তিতে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন। ২০০১ সালে ডঃ রায় কানাডার Windsor University তে Visiting Scholar এবং Sessional Instructor হিসেবে গবেষণা এবং অধ্যাপনা করেন। ২০১৬ সাল থেকে রণদা প্রসাদ সাহা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করছিলেন।

তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন নাহার হলের প্রভোস্ট, দীর্ঘ ৫ বছর কলেজ পরিদর্শক, ১৯৮৫ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত নির্বাচিত সিনেট সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস ক্লাবের সভাপতিসহ শিক্ষক সমিতির একাধিকবার কোষাধ্যক্ষসহ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি নেদারল্যান্ডের আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান ইনস্টিটিউটসহ অনেক আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিসংখ্যান সমিতির আজীবন সদস্য। ১৯৯৮ সালে শ্রেষ্ঠ গবেষণামূলক পরিসংখ্যান বিষয়ে বই লেখার জন্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক একুশে পদকে ভূষিত হন। তিনি দেশ-বিদেশের বহু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মেলন, সেমিনার ও ওয়ার্কশপে গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় জার্নালে তাঁর প্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধের সংখ্যা ৫১টি। এ যাবৎ তাঁর আটটি পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া তিনি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারণী বোর্ড, সিনেট, একাডেমিক কাউন্সিল, নির্বাচনী বোর্ড ও বোর্ড অফ এ্যাডভান্সড স্টাডিজ এর সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ●

Prof Dr Manindra Kumar Roy Joins RPSU as Vice Chancellor

The Honourable President of Bangladesh and the Chancellor of Ranada Prasad Shaha University (RPSU) Mr Md Abdul Hamid has been kind to appoint Prof Dr Manindra Kumar Roy as the Vice Chancellor of RPSU for 4 years. On being appointed Prof Dr Roy joined RPSU as Vice Chancellor on 1st August 2017.

Eminent Statistician Dr Roy obtained First Class in his Masters degree from the University of Dhaka (DU) and began his teaching career on joining DU. In 1984 he obtained PhD on statistical analysis from Kiev Government University. From 1984 to 1987 he worked as the President of Statistics Department of Chittagong University.

From 1987 to 1990 he worked as a faculty member in Garyounis University in Libya. He was promoted to Professor in 1992. On completion of long 42 years of teaching he retired from Chittagong University in 2014 and joined Mowlana Bhasani Science & Technology University as professor on contract. In 2001 he was a Visiting Scholar and Sessional Instructor at Windsor University, Canada. Since 2016 he had been working as Acting Vice Chancellor of RPSU till his appointment as Vice Chancellor.

He worked as Provost of Shamsun Nahar Hall of Chittagong University, 5 years as Inspector of Colleges, elected Senate Member from 1985 to 2013, President of University Campus Club and Treasurer of Teachers Association. He is a life member of the Netherlands Statistics Institute as well as life member of many International and National Statistics Society. He was awarded "Ekushey Padak" by Chittagong University for authoring a research oriented book on statistics. He presented research papers at many national and international seminar, conference and workshop. He has to his credit 51 publications in national and international journals. So far he had published eight textbooks. Besides he works as member of highest policy making board, senate, academic council, selection board and board of advanced studies of different universities. ●

কেপিএল এর চারটি নতুন ওষুধ

সম্প্রতি কুমুদিনী ফার্মা লিঃ (কেপিএল) চারটি নতুন ওষুধ বাজারজাত করেছে। ওষুধ চারটি হচ্ছে ফান্‌জিমিন ওরাল জেল, বার্নএইড, মিউপিটাস ও ডার্মাটাস এন।

ফান্‌জিমিন ওরাল জেল একটি ছত্রাকনাশক ওষুধ। প্রতি প্যাকে থাকে ২০ গ্রাম জেলের একটি টিউব। মুখের ও পরিপাকযন্ত্রের ছত্রাক সংক্রমণ, ঠোঁটের প্রদাহ এবং ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণের চিকিৎসা ও প্রতিরোধে ফান্‌জিমিন একটি কার্যকর জেল। এটি অসুখের ধরন অনুযায়ী সেবন করা যায় আবার মুখ-ঠোঁটের নির্দিষ্ট ক্ষতস্থানেও লাগানো যায়।

KPL launches 4 New Medicines

Recently Kumudini Pharma Ltd has marketed 4 new medicines. Those are Fungimin oral gel, Burnaid, Mupitas and Dermatas N cream.

Fungimin oral gel is an antifungal drug. Each pack contains a tube with 20 gm. Fungimin is an effective gel for oral treatment and prevention of fungal infection of the oropharynx and gastrointestinal tract. This can be taken as per the type of disease and can also be applied in particular wound of the lip.

বার্নএইড (Burnaid) দেহের বহিরাংশে ব্যবহারযোগ্য একটি ক্রীম। প্রতি প্যাকে থাকে ২৫ গ্রাম ক্রীমের একটি টিউব। এটি সাধারণত পোড়াজনিত ঘায়ের ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ প্রতিরোধে ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও সংক্রমণ হতে পারে এমন ক্ষতস্থানে জীবাণুবিরোধী হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

Burnaid is for external application on the body. Each pack contains a tube with 25 gm. This is basically for use on burn wounds to prevent bacterial attack.

মিউপিটাস (Mupitas) অয়েন্টমেন্ট একটি এন্টিবায়োটিক জাতীয় ওষুধ। প্রতি প্যাকে থাকে ১০ গ্রাম অয়েন্টমেন্টের একটি টিউব। ত্বকে ব্যাকটেরিয়া সৃষ্ট সংক্রমিত রোগ যেমন ইমপেটিগো, ফলিকুলাইটিস, ফারানকুলোসিস এবং ট্রপিক্যাল ব্যাকটেরিয়া ঘটিত সংক্রমণে ব্যবহার করা যায়। তবে ওষুধটি চোখ কিংবা নাকের ভিতর ব্যবহার করা যাবে না।

Mupitas ointment is an antibiotic drug. Each pack contains a tube with 10 gm. This can be used against bacterial infections e.g. impetigo, folliculitis and furunculosis. This medicine cannot be used on eyes and inside nose.

ডার্মাটাস এন (Dermatas N) ত্বকে ব্যবহারের জন্য একটি স্টেরয়েড, এন্টিব্যাকটেরিয়া ও এন্টিফাঙ্গাল এর সংমিশ্রণ। প্রতি প্যাকে থাকে ১৫ গ্রাম ক্রীমের একটি টিউব। এর মধ্যে রয়েছে তিনটি উপাদান যেমন- Clobetasol Propionate যা ত্বকের একজিমা ও সোরিয়াসিস এ কার্যকর, Neomycin Sulphate যা ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণ উপশমে ব্যবহৃত হয় এবং Nystatin যা ছত্রাক ও ইস্ট ধ্বংস করতে সক্ষম।

Dermatas N is a combination of steroid, antibacterial & antifungal drug for topical use. Each pack contains a tube with 15 gm. It contains 3 ingredients: Clobetasol Propionate which is effective against eczema of the skin and psoriasis, Neomycin Sulphate which is effective to treat infections with bacteria and Nystatin which is effective against fungus and yeast.

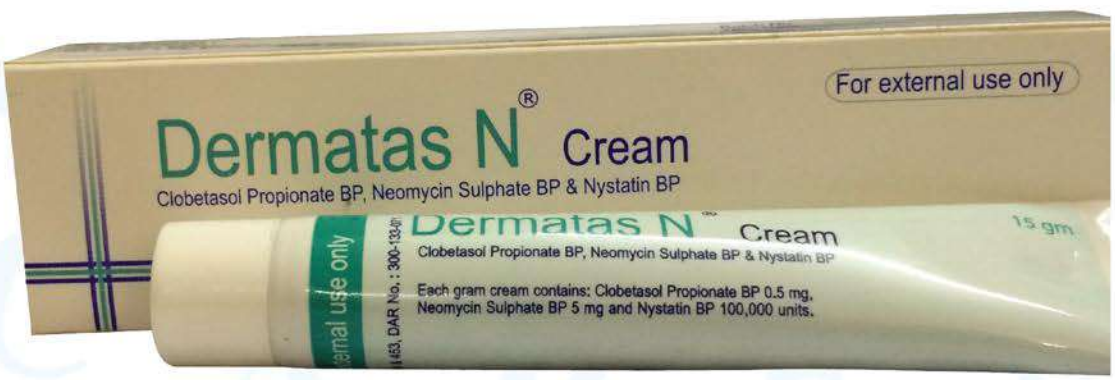

ধামরাই'র রথোৎসবে কুমুদিনীর অংশগ্রহণ

Kumudini's Participation at Dhamrai "Roth" Celebration

Shri Shri Joshomadhab Dev

প্রতি বছরের মতো এবারও ধামরাইয়ে শ্রীশ্রীযশোমাধব দেব এর ঐতিহ্যবাহী বার্ষিক রথোৎসবের আয়োজন করা হয়। গত ২৫ জুন প্রথম রথযাত্রা অনুষ্ঠানটি যথারীতি নির্বিঘ্নে অনুষ্ঠিত হলেও ৩ জুলাই তারিখে অনুষ্ঠিত ফিরতি রথ (উল্টোরথ) যাত্রা অনুষ্ঠানটি একটি গুজবের প্রেক্ষিতে প্রশাসনের কঠোর নিরাপত্তায় ভয়-আতংকের মধ্যে সমাপ্ত হয়েছে।

অতীতের ধারাবাহিকতায় মির্জাপুর থেকে আগত কুমুদিনী কমপ্লেক্সের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ছাত্রী-শিক্ষকদের একটি সাংস্কৃতিক দল প্রথম রথযাত্রা অনুষ্ঠানের ভোরবেলায় ভক্তিমূলক গান পরিবেশন করেন। তাদের গানের সুরমূর্চ্ছনায় যশোমাধবের মন্দির প্রাঙ্গণটি আনন্দে মুখরিত হয়ে ওঠে। দুপুরে ছিল পূজা-অর্চনার আনুষ্ঠানিকতা। অপরাহ্নে স্থানীয় অস্থানীয় অগণিত ভক্তবৃন্দ কায়েতপাড়ার মূল মন্দির থেকে যশোমাধব বিগ্রহকে রথের শীর্ষ আসনে বসিয়ে রশি টেনে মিছিল করে উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে নিয়ে যায় শহরের দক্ষিণ প্রান্তে যাত্রাবাড়ি মন্দিরে। কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট কর্তৃক সংস্কারকৃত এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরাম এর বিগ্রহ।

As in the previous years the traditional annual Roth celebration of Shri Shri Joshomadhab Dev of Dhamrai was organized. The first journey of the Roth took place on the 25th of June without any trouble but the return journey on 3rd July could not take place peacefully due to strict security measures adopted by the administration which created panic among the devotees.

As per the tradition a team of students which included teachers from different educational institutions located at Kumudini Complex rendered devotional songs on the first day's celebration. The spectators and attendees enjoyed the rendering of songs. The event of Puja took place at noon. In the evening the Roth was pulled away from the main temple at Kayetpara to the south of Dhamrai town at Jatrabari. This temple was reconstructed by Kumudini Welfare Trust.

রথের রশিটানা পর্বের আগে বিকেল সাড়ে চারটায় কায়েতপাড়ায় যশোমাধব মন্দির পরিচালনা কমিটির উদ্যোগে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কমিটির সভাপতি মেজর জেনারেল জীবন কানাই দাস (অবঃ)-এর সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা-২০ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য আলহাজ্ব এম এ মালেক। উপস্থিত ছিলেন কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও যশোমাধব মন্দির পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক রাজীব প্রসাদ সাহা। আরও উপস্থিত ছিলেন ধামরাই উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব তমিজউদ্দিন, ভাইস চেয়ারম্যান মোহাদ্দেস হোসেন ও অ্যাডভোকেট সোহানা জেসমিন (মুক্তা), প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগের স্থানীয় কর্মকর্তাবৃন্দ এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

উল্লেখ্য, প্রথম রথযাত্রা অনুষ্ঠানের পর থেকে একটি স্বার্থান্বেষী মহল কর্তৃক উল্টোরথের দিন জঙ্গী হামলার অপপ্রচারে অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। এই অপপ্রচারের ফলে ধামরাই লোকশিল্প মেলায় স্থাপিত ব্যবসায়ীদের দোকানপাট উঠিয়ে দেয়া হয় কিংবা ভেঙে ফেলা হয়। এমতাবস্থায় এলাকার মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয় ভয়-আতংকের। বিবিসি সহ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন গণমাধ্যমে ধামরাইয়ের রথযাত্রায় 'জঙ্গী হুমকি'র খবরটি প্রচারিত হলে দেশের সুনামের প্রভূত ক্ষতি হয়। লোকশিল্প মেলাটি বন্ধ করে দেয়ার ফলে ব্যবসায়ীরা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হন। অত:পর প্রশাসনের কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে উল্টোরথ যাত্রা অনুষ্ঠানটি কোনো প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই সমাপ্ত হয়। গত চারশ' বছরের ধামরাই যশোমাধবের রথোৎসবের ইতিহাসে এমন ঘটনা আর কখনও ঘটেনি। আশা করি ভবিষ্যতে এজাতীয় ঘটনা আর ঘটবে না। ●

Before pulling of the Roth began the inaugural ceremony of the event took place in the evening which was organized by the Temple Operating Committee. The function was presided over by Maj Gen Jiban Kanai Das (retd) while the Honourable Member of Parliament of Dhaka-20 Alhaj M A Malek was the chief guest. Mr Rajiv Prasad Shaha MD of Kumudini Welfare Trust and General Secretary of the operating committee of Joshomadab temple was present. Among others Alhaj Tamizuddin Chairman of Dhamrai Upazila Parishad, Vice Chairman Mohaddas Hossain, Advocate Sohana Jasmin (Mukta) as well representative of the administration and police department were also present.

It may be mentioned that, following the first journey of the Roth the return journey was about to be cancelled on the basis of false information of probable terrorist attack as circulated by some interested quarters. This misinformation caused dislocation and closure of the temporary shops set up on the occasion of the fair. This caused panic among the local residents. The broadcast of this false information regarding terrorist attack at this religious ceremony by BBC as well as other local and foreign news media tarnished the image of the country. The business people who invested in the fair suffered financial loss. Finally under strict security measures the return journey of the Roth took place without any untoward incident. In the last 400 years history of the Joshomadhab Roth celebration similar incident had never taken place. It is expected that this will never occur again. ●

ভারতেশ্বরী হোমসে জাতীয় শোক দিবস পালিত

National Mourning Day Observed at Bharateswari Homes

National Mourning Day at Bharateswari Homes.

১৫ আগস্ট ছিল জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪২তম শাহাদাত বার্ষিকী। সারা দেশে দিনটি জাতীয় শোক দিবস হিসেবে পালিত হয়। ভারতেশ্বরী হোমসে যথাযথ মর্যাদার সাথে দিবসটি পালিত হয়েছে। দিবসের কর্মসূচির মধ্যে ছিল আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির বক্তব্যে কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের পরিচালক প্রতিভা মুৎসুদ্দি ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'শোককে শক্তিতে পরিণত করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ার দায়িত্ব তোমাদের উপরে।' অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন হোমসের প্রিন্সিপাল প্রতিভা হালদার, অধ্যাপক ঘোষ অমলেন্দু, মনিরা আক্তার সিদ্দিকা, হেনা সুলতানা প্রমুখ।

দিবসটিতে অন্যান্য আয়োজনের মধ্যে ছিল গীতি আলেখ্য 'চেতনায় আলোক বর্তিকা বঙ্গবন্ধু", ছবি আঁকা, হাতের লেখা ও রচনা প্রতিযোগিতা। ●

15th August was the 42nd shahadat anniversary of father of the nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. The day is observed as National Mourning Day all over the country. At Bharateswari Homes the day was observed with due solemnity. The day's event included discussion meeting and cultural programme.

Director of Kumudini Welfare Trust Ms Protiva Mutsuddy was the chief guest on the occasion. She told the students to convert their grief into strength so that they are able to turn Bangladesh into Sonar Bangla as dreamt by Bangabandhu. Among others Principal of Bharateswari Homes Mrs Protiva Halder, Prof Ghosh Amlandu, Monira Akhtar Siddiqua and Hena Sultana also spoke.

To mark the occasion a painting competition, hand writing and essay competition were arranged. ●

কুমুদিনী ফার্মেসি দেশের একটি মডেল ফার্মেসি

গত ১০ জুন তারিখে উদ্বোধনের মাধ্যমে মেসার্স কুমুদিনী ফার্মেসি দেশের ৯৮তম 'মডেল ফার্মেসি' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। টাংগাইলের মির্জাপুরে কুমুদিনী কমপ্লেক্সে অবস্থিত এই মডেল ফার্মেসির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মো. মুস্তাফিজুর রহমান। বাংলাদেশ সরকারের পাইলট প্রকল্প 'Bangladesh Pharmacy Model Initiative'-এর আওতায় কুমুদিনী ফার্মেসি এখন থেকে দেশের একটি মডেল ফার্মেসি।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সরকার দেশে নকল ওষুধ উৎপাদন ও বিক্রি রোধকল্পে বেশ কিছু সংখ্যক প্রথম শ্রেণির ফার্মেসিকে মডেল ফার্মেসির মর্যাদা দেয়ার ব্যবস্থা করেছে। ২০১৬ সালের ২২ ডিসেম্বর ঢাকার মেসার্স লাজ ফার্মাকে দেশের প্রথম মডেল ফার্মেসির স্বীকৃতি দেয়া হয়। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম এটির উদ্বোধন করেন। শুরু থেকে এ বছরের আগস্ট পর্যন্ত দেশে মোট ১২২টি প্রথম শ্রেণির ফার্মেসি মডেল ফার্মেসির মর্যাদা লাভ করেছে। এসব ফার্মেসির প্রতিটিতে একজন করে 'এ' গ্রেডের নিবন্ধিত ফার্মাসিস্ট থাকার কথা যাদের প্রত্যেককে গ্রেজুয়েট ফার্মাসিস্ট হতে হবে। ●

Kumudini Pharmacy a Symbol of Model Pharmacy

On 10 June Kumudini Pharmacy located within Kumudini Complex was inaugurated as the 98th "Model Pharmacy" of the country. The inauguration was made by the Director General of Drug Administration Maj Gen Md Mustafizur Rahman. Kumudini Pharmacy will now be known as Model Pharmacy under the pilot project of the government named "Bangladesh Pharmacy Model Initiative".

In order to stop production and distribution of fake drugs the government has decided to accord a few premier pharmacies the status of Model Pharmacy. The status of first Model Pharmacy was accorded to Dhaka based Lazz Pharma on 22 December 2016. It was inaugurated by Health and Family Welfare Minister Mr Mohammad Nasim. From the beginning till August of this year a total of 122 premier pharmacies have been accorded the status of Model Pharmacy. Each model pharmacy is supposed to have a "A" graded registered pharmacist who has to be a graduate one. ●

Kumudini Pharmacy obtained status of Model Pharmacy under pilot project 'Bangladesh Pharmacy Model Initiative'. Maj Gen Md Mustafizur Rahman, DG of Drug Administration inaugurated.

শুভক্রয় দিবসে মৌসুমের প্রথম পাট ক্রয় ও বেলিংয়ের শুভ সূচনা

Happy Jute Procurement Day

Happy Jute Procurement Day celebrated at Kumudini Complex in Narayanganj.

কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট পাট ব্যবসার জগতে অন্যতম বৃহৎ প্রতিষ্ঠান। পাট শিল্পের সাথে কুমুদিনীর সম্পর্ক দীর্ঘ ৭২ বছরের। বাংলাদেশে পাট ব্যবসার কেন্দ্রবিন্দু কুমুদিনী। পাটখাতে এদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে এই প্রতিষ্ঠানের অবদান অনেক।

কুমুদিনী প্রতি বছর একটি শুভদিনে মৌসুমের প্রথম পাট ক্রয়ের সূচনা করে। এই দিনটি হচ্ছে প্রথম রথযাত্রা বা উল্টোরথ যাত্রার দিন। 'শুভক্রয় দিবস' হিসেবে পরিচিত এই দিনটি নারায়ণগঞ্জে কুমুদিনী কমপ্লেক্সে আনুষ্ঠানিকভাবে পালন করা হয়। এবার 'শুভক্রয় দিবস' পালিত হয়েছে ২৫ জুন উল্টোরথ যাত্রার দিন।

শুভক্রয় দিবসের কর্মসূচির মধ্যে ছিল মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ও মিলাদ মাহফিল। এতে কুমুদিনীর কল্যাণে পরম করুণাময়ের আশীর্বাদ কামনা করা হয়। ঐদিন নারায়ণগঞ্জে কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাজীব প্রসাদ সাহা ও পরিচালক শ্রীমতী সাহা যৌথভাবে পাট ক্রয় ও প্রেস বেলিংয়ের শুভ উদ্বোধন করেন। ●

Kumudini Welfare Trust is one of the biggest institutions in jute trade. Kumudini is related with jute industry for the last 72 years. The centre of jute business in Bangladesh is located at Kumudini. This institution has a lot of contribution in earning foreign exchange through jute trade.

Every year Kumudini launches the purchase of jute on an auspicious day. This is the day of first Roth pulling or on the day of return of Roth. "Happy Purchase Day" is being celebrated at Kumudini in Narayanganj since long. This year "Happy Purchase Day" took place on 25 June, on the day of return journey of the Roth.

The programme of the "Happy Purchase Day" included religious event and Milad Mahfil. Blessings of God was sought on this day for the welfare of Kumudini. On the occasion MD of Kumudini Welfare Trust Mr Rajiv Prasad Shaha and Director Mrs Srimati Shaha jointly inaugurated jute purchase and jute baling. ●

৮৫০ শয্যা বিশিষ্ট কুমুদিনী হাসপাতাল
চিকিৎসা পরিসংখ্যান
মে-আগস্ট ২০১৭

টিকাদান কর্মসূচি

	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট
পোলিও	৩৩১	২৯০	২৩৯	৩৫৯
টিটি	১২৪	১০৩	১৭৯	১৭৭
বিসিজি	১০১	১২৮	৮২	১৬৪
রুবেলা	১৮৪	১২২	১৩৪	১৮৭
প্যান্টাভ্যালেন্ট	৩৩১	২৯০	২৩৯	৩৫৯
পিসিভি	৩৩৮	৩০৪	২৪০	৩৬২

হাসপাতালে ভর্তিকৃত রোগী

	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট
ভর্তি	৪১৫০	৩৮৮৩	৪৩৫৯	৩৭০২

বহির্বিভাগে মোট রোগী

	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট
	২৫৯৯৭	২১৮৫০	২৮১৫২	২৪৭১৪

হাসপাতালে মৃত্যু

	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট
	৭১	৬১	৬২	৬৯

অস্ত্রোপচার পরিসংখ্যান
সার্জারি

	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট
মেজর	৪২	৩৭	৪৬	৪১
সেমি মেজর	৫১	৪৯	৬৯	৪৪
মাইনর	৩৩৩	৩৩৮	৪৪১	৩৬৮

অর্থোপেডিক্স

	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট
মেজর	৩৩	২৯	৩০	২৩
সেমি মেজর	৪২	৩৯	৩৫	৩৭
মাইনর	৫১১	৪৩৮	৬৩৪	৫৩৩

নাক, কান, গলা

	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট
মেজর	৫৫	১৫	৫২	২৫
মাইনর	৪৩	৪৭	১৯	২২

গাইনি

	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট
মেজর	৪৬	১৬	৫০	২৯
সেমি মেজর	৪৩	৪৭	৪৬	৩৪
মাইনর	১০	৭	৯	২

অবসটেট্রিক্স

	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট
মেজর	১৬২	১৬৪	১৬০	১৩৮
স্বাভাবিক	১১৩	৯১	৮৯	১০৮

চক্ষু

চক্ষু অপারেশন	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট
সর্বমোট	২২২	১০৮	৩৫০	২৬১

দন্ত

দন্ত অপারেশন	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট
মেজর	১৯৯	১২৭	২০৪	১৬৪
মাইনর	২৪	২৩	২৬	১৭

মাইনর অপারেশন বহির্বিভাগ	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট
বহির্বিভাগ	৩৯৬	৩৬৭	৩৬৬	৪২৯

চক্ষু শিবির

ঠিকানা	মাস/তারিখ	পুরুষ	মহিলা	মোট
ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ	৭/৫/২০১৭	৫০	৬০	১১০
মধুপুর, টাঙ্গাইল	১৫/৫/২০১৭	৭৬	৬৫	১৪১
ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ	৭/৬/২০১৭	৫১	৭৭	১২৮
মধুপুর, টাঙ্গাইল	১৫/৬/২০১৭	৮২	৪৩	১২৫
ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ	৮/৭/২০১৭	১২৬	৯৮	২২৪
মধুপুর, টাঙ্গাইল	১৫/৭/২০১৭	১০০	১১৫	২১৫
ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ	৭/৮/২০১৭	১১৮	১৬১	২৭৯
মধুপুর, টাঙ্গাইল	১৬/৮/২০১৭	৭০	৫০	১২০

850 Bedded Kumudini Hospital
Treatment Statistics
May-August 2017

Vaccination Programme

	May	June	July	August
Polio	331	290	239	359
T.T	124	103	179	177
B.C.G.	101	128	82	164
Robela	184	122	134	187
Pantavalent	331	290	239	359
PCV	338	304	240	362

Patient Admitted in Hospital

	May	June	July	August
Admission	4150	3883	4359	3702

Out Patient

	May	June	July	August
	25997	21850	28152	24714

Patient Death in Hospital

	May	June	July	August
	71	61	62	69

Operation
Surgery

	May	June	July	August
Major	42	37	46	41
Semi Major	51	49	69	44
Minor	333	338	441	368

Orthopaedics

	May	June	July	August
Major	33	29	30	23
Semi Major	42	39	35	37
Minor	511	438	634	533

E.N.T.

	May	June	July	August
Major	55	15	52	25
Minor	43	47	19	22

Gynae

	May	June	July	August
Major	46	16	50	29
Semi Major	43	47	46	34
Minor	10	7	9	2

Obstetrics

	May	June	July	August
Major	162	164	160	138
Normal	113	91	89	108

Eye Camp

Eye Operation	May	June	July	August
Total	222	108	350	261

Dental

Dental Operation	May	June	July	August
Major	199	127	204	168
Minor	24	23	26	17

Minor Operation	May	June	July	August
Out Patient	396	367	366	429

Eye Camp

Address	Month/Date	Male	Female	Total
Fulbaria, Mymensingh	7/5/2017	50	60	110
Modhupur, Tangail	15/5/2017	76	65	141
Fulbaria, Mymensingh	7/6/2017	51	77	128
Modhupur, Tangail	15/6/2017	82	43	125
Fulbaria, Mymensingh	8/7/2017	126	98	224
Modhupur, Tangail	15/7/2017	100	115	215
Fulbaria, Mymensingh	7/8/2017	118	161	279
Modhupur, Tangail	16/8/2017	70	50	120

Published by Kumudini Welfare Trust of Bengal (BD) Ltd. 86, Sirajuddowla Road, Khanpur, Narayanganj, Bangladesh. Tel: 7633545, 7635030, 7635051, 7635052, Fax: 880-2-7635024
e-mail: kumudini@dandylink.com, kwtdhaka@kumudini.org.bd, website : www.kumudini.org.bd